বন্দিমুক্তি ও জুলুম বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত
সরকার দেশকে অনিশ্চিত অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে

বাম জোটের বন্দিমুক্তি ও জুলুম বিরোধী সমাবেশ পরবর্তী মিছিল

সাতক্ষীরা জেলা বাসদ নেতা নিত্যানন্দ সরকার ও প্রশান্ত রায়সহ বাম গণতান্ত্রিক জোটের গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও হামলা-মামলা, হয়রানি বন্ধের দাবিতে দেশব্যাপী জুলুমবিরোধী বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৭ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত 'জুলুমবিরোধী' বিক্ষোভ-সমাবেশে বাম জোটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকার নজিরবিহীন জুলুম-নিপীড়নের পথে দেশকে অনিশ্চিত অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। যখন দরকার ছিল নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করা, তখন সরকার সেই পথে না হেঁটে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দমনের চরম স্বৈরতান্ত্রিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। একদিকে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে অন্য দিকে তাদের হয়রানির মধ্যে রেখে আরও একটি একতরফা নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। কিন্তু দেশের মানুষ আর এই ধরনের অপতৎপরতাকে বরদাস্ত করবে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সাতক্ষীরায় বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতা বাসদ জেলা সমন্বয়ক নিত্যানন্দ সরকার, বাসদ (মার্কসবাদী)'র নেতা অ্যাড. খগেন্দ্র নাথ ঘোষ, অধ্যাপক প্রশান্ত রায়কে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মিথ্যা মামলায় আটক রাখা হয়েছে। আটক রয়েছে ছাত্র ফেডারেশনের চট্টগ্রামের নেতা মারুফ হোসেন। ৫৭ ধারায় গ্রেফতার রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইদুল ইসলাম। প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে এখনও মুক্তি দেয়া হয়নি।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সরকারের দুষ্কর্ম ও সীমাহীন দুর্নীতি-লুটপাট আড়াল করতেই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্ত সাংবাদিকতার পরিপন্থী সংবিধানবিরোধী নিবর্তনমূলক 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' পাশ করানো হয়েছে। মহাজোট সরকারের রক্ষাকবচ হিসেবে তড়িঘড়ি করে এই আইন রতিকৈরা হয়েছে। এই আইন সরকারকে চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারীতার পথে ঠেলে দেবে; আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যা খুশি তাই করার লাইসেন্স দিয়ে দেবে। পুলিশকে জবাবদিহীতাহীন বেপরোয়া ক্ষমতা প্রদান করবে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বাক্স্বাধীনতা হরণকারী ও নিপীড়নের হাতিয়ার 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' বাতিল করার দাবি জানান।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা ফকরুদ্দিন কবির আতিক। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বাসদ নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণসংহতি আন্দোলনের ফিরোজ আহমেদ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের হামিদুল হক। সমাবেশটি পরিচালনা করেন বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান লিপন।

সমাবেশের নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলুম-দমনপীড়ন, গ্রেফতার, গায়েবি মামলা সরকারের শক্তি নয়, বরং সরকারের বেসামাল অবস্থার বহিঃপ্রকাশ। জনগণ তাদের কোন কাজে সমর্থন দিবে না জেনেই সরকার দমন-পীড়নের ফ্যাসিবাদী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। নিজেদের নিরাপত্তা বর্ম হিসেবেই তারা জনগণ ও গণমাধ্যমের ওপর অগণতান্ত্রিক 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' চাপিয়ে দিয়েছে। আন্দোলনের পথেই সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করা হবে। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরানা পল্টন এসে শেষ হয়।